রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ডিসেম্বর ৩১, ২০০২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩০ ডিসেম্বর ২০০২/১৬ পৌষ ১৪০৯

এস, আর, ও নং ৩৭২-আইন/২০০২।—Emigration Ordinance, 1982 (Ord. XXIV of 1982) এর section 19 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০০২ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায় —

(ক) "অর্ডিন্যান্স" অর্থ The Emigration Ordinance, 1982 (Ord. XXIV of 1982) ;

(খ) "ওয়েজ আর্নার্স" অর্থ ধারা ২(১)(ই) তে সংজ্ঞায়িত emigrant ;

(গ) "চাহিদা" অর্থ ধারা ২(১)(বি) তে সংজ্ঞায়িত demand ;

(ঘ) "ধারা" অর্থ অর্ডিন্যান্সের কোন section ;

(ঙ) "নিবন্ধক" অর্থ বিধি ৩ এর অধীন নিযুক্ত কর্মকর্তা ;

(চ) "নিয়োগ" অর্থ ধারা ২(১)(এল) এ সংজ্ঞায়িত recruit ;

(ছ) "নিয়োগকর্তা" অর্থ বৈদেশিক চাকুরীর নিয়োগকর্তা ;

(জ) "ব্যুরো" অর্থ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ;

(ঝ) "বৈদেশিক চাকুরী" অর্থ ধারা ২(১)(আই) তে সংজ্ঞায়িত overseas employment ;

(ঞ) "বোর্ড" অর্থ বিধি ৪ এর অধীন গঠিত বোর্ড ; এবং

(ট) "রিক্রুটিং এজেন্ট" অর্থ ধারা ২(১)(কে) তে সংজ্ঞায়িত recruiting agent।

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

৩। **তহবিল গঠন**।—(১) বাংলাদেশ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল নামে একটি তহবিল থাকিবে।

(২) নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ লইয়া তহবিল গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) রিক্রুটিং এজেন্ট কর্তৃক নিবন্ধকের অনুকূলে জমাকৃত নগদ জামানতের উপর সুদ হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ ;

(খ) ওয়েজ আর্নার্স কর্তৃক প্রদত্ত কল্যাণ ফি ও ব্রিফিং ফি ;

(গ) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত দান ;

(ঘ) বাংলাদেশ মিশনসমূহ হইতে প্রাপ্ত সত্যায়ন ফি ;

(ঙ) বাংলাদেশ মিশনসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত কল্যাণমূলক সার্ভিসের জন্য আদায়কৃত কল্যাণ ফি; এবং

(চ) অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(৩) তহবিলের অর্থ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে।

৪। **পরিচালনা বোর্ড**।—(১) এই বিধিমালা বলবৎ হইবার পর, সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বাংলাদেশ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল পরিচালনার জন্য পরিচালনা বোর্ড নামে একটি বোর্ড গঠন করিবে।

(২) বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক)	সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	.. চেয়ারম্যান
(খ)	মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো	.. সদস্য
(গ)	যুগ্ম-সচিব (ড্রাফটিং), আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	.. ”
(ঘ)	যুগ্ম-সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	.. ”
(ঙ)	মহাপরিচালক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	.. ”
(চ)	যুগ্ম-সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	.. ”
(ছ)	যুগ্ম-সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	.. ”
(জ)	যুগ্ম-সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	.. ”
(ঝ)	বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী পরিচালক	.. ”
(ঞ)	পরিচালক (কল্যাণ), জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো	.. সদস্য সচিব
(ট)	বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব রিক্রুটিং এজেন্সীর (বায়রা) নির্বাচিত সভাপতি বা তার মনোনীত প্রতিনিধি।	.. সদস্য

(৩) প্রত্যেক সদস্য পদাধিকার বলে নিয়োজিত হইবেন।

(৪) সরকার কোন কারণ ব্যতীত যে কোন সময় যে কোন সদস্যের নিয়োগ বাতিল করিতে পরিবে।

(৫) বোর্ডের চেয়ারম্যানকে লিখিতভাবে জানাইয়া যেকোন সদস্য যেকোন সময় পদত্যাগ করিতে পারিবে।

৫। **বোর্ডের সভা।**—(১) চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) সভার কোরাম গঠনের জন্য এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক মনোনীত সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) প্রত্যেক সদস্যের একটি ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভার সভাপতি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) বোর্ড গঠনে ত্রুটি বা কোন সদস্যের পদ শূন্য থাকার কারণে বোর্ডের কোন কাজ বা কার্যক্রম অবৈধ হইবে না বা প্রশ্নের সম্মুখীন করা যাইবে না।

(৬) যে কোন ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো যাইবে এবং আমন্ত্রিত ব্যক্তি বোর্ডের সভায় উপস্থিত হইয়া বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবে।

৬। **বোর্ডের ক্ষমতা।**—বোর্ডের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) বোর্ড ওয়েজ আর্নার্সদের কল্যাণার্থে প্রকল্প গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উক্ত প্রকল্প অর্থায়নের জন্য তহবিল হইতে অর্থ বরাদ্দ করিতে পারিবে ;

(খ) তহবিলের অর্থ সরকারী সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগ করিতে বা অন্য কোন লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে ;

(গ) এই বিধিমালার বিধানানুসারে ওয়েজ আর্নার্স বা তাহাদের পরিবারের সদস্যদের কল্যাণার্থে তহবিল হইতে অর্থ বরাদ্দ করিতে পারিবে ;

(ঘ) তহবিল পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করিতে পারিবে ;

(ঙ) তহবিলের অর্থ স্কুল, মাদ্রাসা, ইত্যাদির উন্নয়ন কাজে ব্যবহার করিতে পারিবে ;

(চ) তহবিল পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন কাজ করিতে পারিবে ;

(ছ) বোর্ড তহবিলের বাজেট প্রস্তুত করিতে পারিবে ;

(জ) বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ ও তাহাদের বেতন ভাতা নির্ধারণ ;

(ঝ) বিদেশের মিশনসমূহে প্রয়োজনে কর্মকর্তা /কর্মচারী নিয়োগ ও বেতন নির্ধারণ ; এবং

(ঞ) ইমিগ্রান্টদের কল্যাণ সংক্রান্ত কর্মকান্ড পরিদর্শনের জন্য দেশের বাহিরে গমন করিতে পারিবে।

৭। **বোর্ড কর্তৃক অর্থ বরাদ্দ।**—(১) ওয়েজ আর্নার্স বা তাহাদের পরিবারের সদস্যদের কল্যাণার্থে বোর্ড নিম্নবর্ণিত খাতে তহবিল হইতে অর্থ বরাদ্দ করিতে পারিবে, যথা ঃ—

(ক) ঢাকায় কেন্দ্রীয় হোস্টেল কাম ওয়েলফেয়ার সেন্টার স্থাপন এবং বিভিন্ন জেলায় পর্যায়ক্রমে ওয়েলফেয়ার কাম ব্রিফিং সেন্টার স্থাপন ;

(খ) নিয়োগকর্তার দেশের নিয়ম-কানুন, প্রচলিত বিধি নিষেধ, সামাজিক রীতিনীতি, আবহাওয়া, পরিবেশ, ভাষা, শ্রম আইন এবং চাকুরীর চুক্তি অনুযায়ী দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে সম্যক ধারণা প্রদানের জন্য ওরিয়েন্টেশন বা ব্রিফিং প্রদান ;

(গ) বিমান বন্দরে ওয়েজ আর্নার্সদের আগমন ও বহির্গমন সংক্রান্ত বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদনে সহায়তা করিবার লক্ষ্যে বিমান বন্দর কল্যাণ ডেস্ক স্থাপন বা ওয়েজ আর্নার্স চ্যানেল তৈরীতে সহায়তা প্রদান ;

(ঘ) ওয়েজ আর্নার্সদের আটকেপড়া মৃতদেহ দেশে ফেরত আনয়ন ;

(ঙ) পঙ্গু বা অসুস্থ ওয়েজ আর্নাসদের সহায়তা প্রদান ;

(চ) মৃত ওয়েজ আর্নার্সদের পরিবার সদস্যকে সাহায্য করা ;

(ছ) ওয়েজ আর্নার্সদের আইনগত সহায়তা প্রদান ;

(জ) ওয়েজ আর্নার্সদের জন্য তথ্য কেন্দ্র, হাসপাতাল, গৃহায়ন, ফ্ল্যাট ও কর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণ ও অর্থায়ন ;

(ঝ) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন কাজে অর্থায়ন।

(২) বোর্ডের অনুমোদনক্রমে ব্যুরোর মহাপরিচালক ও পরিচালক (কল্যাণ) বা ক্ষেত্রমত বাংলাদেশ মিশনের মিশন প্রধান ও শ্রম এ্যাটাচে এর যৌথ স্বাক্ষরে তহবিল হইতে অর্থ উত্তোলন করা যাইবে।

৮। **হিসাব ও অডিট**।—(১) নিবন্ধক যথাযথভাবে তহবিলের হিসাব সংরক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহাহিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের অনুলিপি সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহাহিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি তহবিলের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবে।

৯। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) এই বিধিমালা কার্যকর হওয়ার পর এতদসংক্রান্ত পূর্ববর্তী সকল প্রজ্ঞাপন, আদেশ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাতিলকৃত প্রজ্ঞাপন বা আদেশের অধীন কৃত কর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ দলিলউদ্দিন মন্ডল
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

শেখ মোঃ মোবারক হোসেন, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।